সংবাদ

তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

মেডিকেলে ভর্তি

প্রশ্নফাঁসের গুজব ছড়ালেই আইনি ব্যবস্থা : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আসন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ফেসবুকসহ যেকোনো মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব রটনাকারীকে চিহ্নিত করতে সহায়তার জন্য ৯৮৫৫৯৩৩ এবং ০১৭৫৯-১১৪৪৮৮ নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আগামী শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত সভায় সভাপতিকালে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, কেউ ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ালে তাকে আইনের আওতায় নেয়া হবে। গুজব ছড়ানো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

সভায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক, স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিএমএ মহাসচিব অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদসহ মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এক শ্রেণীর অসাধু চক্র সব সময় ভর্তি পরীক্ষার আগে সাজেশন বিক্রির অজুহাতে ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারসাজি করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। শিক্ষার্থী ও নিরীহ অভিভাবকরা তাদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়। কিছু কিছু ভর্তি কোচিং সেন্টার এ ধরনের জালিয়াতির সাথে জড়িত। এদেরকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নফাঁসের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

প্রশ্নফাঁসের : গুজব

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

তিনি বলেন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে একটি মহল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে। এবার এরকম ঘটনা ঘটলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ জানান, এ বছর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বহন থেকে শুরু করে তালাবদ্ধ ট্রাঙ্ক খোলা পর্যন্ত বিশেষ ধরনের ট্র্যাকিং ডিভাইস সংযোগ রাখা হবে যাতে করে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৭ অক্টোবর এবং বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর এমবিবিএসের জন্য আসন সংখ্যা সরকারি কলেজে তিন হাজার ২১২ ও বেসরকারি কলেজে ছয় হাজার ২০৫। পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৯০ হাজার ৪২৬ জন। ঢাকাসহ সারাদেশের ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রের ৩৭টি ভেন্যুতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বহন, পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র আনার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।